চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধনকালে মেয়র

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের তৈরী করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বিশ্বের অনেক দেশই এখন স্মার্ট সিটির দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের দেশকেও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট সিটি গঠনে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্মার্ট প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের তৈরী করতে হবে। তাই স্মার্ট সিটির বিকল্প নাই। তিনি বলেন, স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা শিক্ষার্থীদের আপ টু ডেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের যোগ্যতা এবং বুদ্ধি বৃত্তিক স্তরের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপকরণের সাথে অধ্যয়ন করতে সক্ষম করে গড়ে তোলে। আজকের শিক্ষার্থীরা জন্ম থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসেছে যেখানে শেখার অভিজ্ঞতা মুলক এবং উচ্চ মাত্রার সংবেদনশীল উদ্দিপনা জড়িত। তিনি বলেন, বিশ্বায়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দক্ষতা প্রয়োজনীয়তাকে দ্রুত পরিবর্তন করছে। আমাদের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এটিকে আর্দশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মেয়র সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহযোগিতা মুলক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল শিক্ষার সংস্থান শিক্ষকদের শ্রেণী কক্ষে রাখার জন্য কম্পিউটরাইজড প্রশাসন, মনিটরিং ও রিপোর্টিং ছাত্রদের জন্য অনলাইন শেখার সংস্থানের ব্যবস্থা পর্য্যায়ক্রম গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

আজ সোমবার সকালে কাট্টলি সিটি কর্পোরেশন গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে স্মার্ট এডুকেশন সিস্টেম ও বঙ্গবন্ধু কর্ণারের উদ্বোধনকালে সিটি মেয়র এসব কথা বলেন। শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জুর সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন সংরক্ষিত কাউন্সিলর তছলিমা নুরজাহান রুবী, অভিভাবক সদস্য ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. ইকবাল চৌধুরী, মো. হাবিবুর রহমান, আবুল কালাম আবু, মো. আবু সুফিয়ান, শংকর প্রসাদ দাশ, হাজী মো. এস্কান্দর ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পক্ষে সায়লা আবেদীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. আবুল কাশেম।

মেয়র বলেন, আমাদের উচিত এখনই সব পাঠ্যক্রমকে একীভূত করে একটি ডিজিটাল উদ্ভাবনীমুলক দক্ষতা ভিত্তিক পাঠ্যসূচী তৈরী করা যাতে দেশের সব শিক্ষার্থী একইভাবে একসঙ্গে অনাগত ভবিষ্যতের মোকাবেলা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল দুনিয়ায় শেষ সীমা বলে কিছু নেই। এখানে সর্বদা নতুন চিন্তা উদ্ভাবন ও সম্পাদন চক্র চলমান থাকে। প্রয়োজনে যে কোন সময়ে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যায়। এডুটেক ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারাই আমাদের চিরাচরিত সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব, প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের প্রার্দূভাবের কারণে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন বন্ধ ছিল তখন দেশব্যাপী ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগ ও প্রয়োজনীতা আমরা বিশেষভাবে উপলদ্ধি করেছি। আমাদের শিক্ষার্থীদের টেকনোলজির মাধ্যমে ডিফারেনশিয়েটেড শিক্ষা দেয়া হলে তাদের ফলাফল অনেক ভাল হবে এবং শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা বাড়বে। আমরা যদি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেমের মাধ্যমে স্কুল ইন ক্লাউড, কমিউনিটি স্কুল ইন ক্লাউড এবং রিজিওনাল স্কুল ইন ক্লাউডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারি তাহলে দেশের সব শিক্ষা ব্যবস্থা স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় চলে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সমাজে কিভাবে উৎকর্ষ সাধন ও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ তৈরী করা যায় সেদিকেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র কাট্টলি সিটি কর্পোরেশন গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে বঙ্গবন্ধু কর্ণারের উদ্বোধন করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা মরহুম এম এ হান্নানের ম্যুরাল উদ্বোধনকালে মেয়র

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও স্মৃতিগুলো আমরা আগামী প্রজন্মের জন্যে সংরক্ষণ করবো

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, ঐতিহ্য ও ঘটনাবলির চিহ্ন আমরা ভুলে গেছি। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী অপশক্তি বার বার ফনা তুলছে। এদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হলে বেতার তরঙ্গে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জননেতা এম এ হান্নানের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা পাঠ আগামী প্রজন্মকে শানিত করবে। বর্তমান প্রজন্ম এখনো জানেনা কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট আর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঢাকা বেতার পাকিস্থানী সেনাদের দখলে থাকলেও চট্টগ্রাম বেতারকে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত রাখতে পেরেছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি সে সময় ইপিআরের ওয়্যারলেসে চট্টগ্রামে পৌঁছার পর তৎকালীণ চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জননেতা এম এ হান্নান কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণার পাঠ করেন। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকলে চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। পরে তিনি আগরতলা গিয়ে সেখানে হরিণা যুব শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ে শ্রমিক লীগের সভাপতি ও চট্টগ্রাম জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা এম এ হান্নান ১৯৭৪সালে ১১ জুন কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ফেনী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও স্মৃতিচিহ্নগুলো আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে সংরক্ষণ করবো। মেয়র মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শানিত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশকে স্মরণকালের সর্ববৃহত জনসভায় রূপান্তর করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। আজ বহদ্দারহাট মোড়ে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা ফরিদ মাহমুদের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত জননেতা মরহুম এম এ হান্নানের বজ্রকণ্ঠ ম্যুরাল উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় বক্তব্য রাখেন-ওয়ার্ড কাউন্সিলর এসরারুল হক, এম আশরাফুল আলম. জহর লাল হাজারী, মোরশেদ আলম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর জোবাইরা নার্গিস খান, জেসমীন পারভিন জেসী, চসিক নির্বাহী প্রকৌশলী আবু ছিদ্দিক, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম, আতিকুর রহমান, শওকত হোসেন, তৌহিদুল আনোয়ার সেন্টু, আলী আজগর, এরশাদুল্লাহ, আকতার ফারুক, পলাশ খাস্তগীর, জাকির হোসেন, এমরান হোসেন। ম্যুরালটি নির্মাণ করেন ভাস্কর প্রনব সরকার ও ট্রেড ম্যাক্স বাস্তবায়ন করে সৌন্দর্য্য বর্ধণের কাজ সম্পন্ন করে।

প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষ্যে কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভায় মেয়র

দেশব্যাপী উন্নয়নের চিত্র জনগণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতে ব্যানার, ফেষ্টুন ও ডুকমেন্টারী প্রদর্শন করা হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আগামী ৪ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জনসভাবে সর্বকালের সর্ববৃহত জনসভায় পরিনত করা হবে। চট্টগ্রাম নগরীকে সুন্দর ও নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। জনসভায় আগত নেতা-কর্মী ও জনসাধারনের জন্য খাওয়ার পানি, হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে মেডিকেল টিম ও ভ্রাম্যমান টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং দেশব্যাপী উন্নয়নের চিত্র জনগণের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতে ব্যানার, ফেষ্টুন ও ডুকমেন্টারী প্রদর্শন করা হবে। আজ মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিরর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর, উর্দ্ধতণ কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন।
সিটি মেয়রর একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন-চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক ও কাউন্সিলর, সংরক্ষিত কাউন্সিলরগন।

মেয়র আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে উন্নয়নে যে আন্তরিকতা দেখিয়ে নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২ হাজার ৫শত কোটি টাকা, বরাইপাড়া খাল খননে ১ হাজার ৩শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন, মহানগরীর যানজট নিরসন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের লক্ষে পতেঙ্গা থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত ১৬ কি.মি. ফ্লাইওভার প্রকল্পসহ অসংখ্য প্রকল্প বাস্তাবয়ন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলী টানেল নির্মাণে নগরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞা জ্ঞাপন করছি।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

পতেঙ্গা ও বন্দরটিলা এলাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
২৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর পতেঙ্গা থানার স্টীল মিল বাজার সংলগ্ন খাল পাড়, রিফাইনারি সড়ক, হাউজিং কলোনি সড়ক ও বন্দরটিলা এলাকার ফুটপাত ও খালের জায়গা থেকে অবৈধ কাঁচা বাজার সহ প্রায় তিন শতাধিক কাঁচা-পাকা দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করে রাস্তা ও খালের জায়গা দখল মুক্ত করা হয়। এই সময় রাস্তার জায়গা দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল রাখার অপরাধে ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এতে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাসেম। অভিযানকালে সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পতেঙ্গা থানা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩